তারিখ 09 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ভর্তি ফি ও বেতন আদায়ে নৈরাজ্য

নীতিমালা মানছে না বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো

শরীফুল আলম সুমন ▷

ঢাকার বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন বাড়ানোর 'হিড়িক' পড়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য খাতেও ফি বাড়ানো হচ্ছে। বাড়ানোর হার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রায় দ্বিগুণ, অভিভাবকরা যাকে বলছেন অস্বাভাবিক। চলতি বছরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া ভর্তি নীতিমালা মানছে না কোনো প্রতিষ্ঠানই।

এরই মধ্যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভও করেছেন। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বলছে, সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণার পর ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর চাপ আছে। সে জন্যই তারা শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

ভর্তি ফি ও বেতন আদায়ে নৈরাজ্য

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকার নতুন পে স্কেল দিয়ে তো বলেনি সরকারি-বেসরকারি সবাইকেই তা কার্যকর করতে হবে। আর স্কুলগুলো যে পরিমাণ বেতন বাড়ায় এর চার ভাগের এক ভাগও শিক্ষকদের পেছনে ব্যয় করে না। আমাদের আওতায় যতটুকু সম্ভব ততটুকু ব্যবস্থা আমরা নেব। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ব্যাপারটা আমরা দেখছি। আর অন্যান্য স্কুলের অভিভাবকদের কাছ থেকে যদি অভিযোগ পাই, তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

জানা গেছে, নীতিমালা মানতে ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের এমপিও স্থগিত করাই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আদায় করা বাড়তি টাকা অভিভাবকদের ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েই মাউশি দায়িত্ব শেষ করে।

বেতন দ্বিগুণ করার প্রতিবাদে গত রবিবার রাজধানীর কাকরাইলে অবস্থিত উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু এ ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পার হলেও নির্বিকার রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। যাদের বিষয়টি দেখার কথা তারা একটি সতর্কীকরণ নোটিশ জারি করেই বসে আছে। ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিষয়টি সমাধানের দায়িত্ব দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এখন তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি।

জানা গেছে, প্রতিবছরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তির নীতিমালা করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে শিক্ষা ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করে। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয় ডিসেম্বরে। এবারের ভর্তি নীতিমালা ২০১৫ চলতি বছরের জন্য কার্যকর হবে।

এই নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত (মাসিক বেতনের সরকারি অংশ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা, আংশিক এমপিওভুক্ত ও এমপিওবহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেওয়া যাবে। এর মধ্যে উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান তিন হাজার টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। একই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সেশন ফি নেওয়া যাবে। তবে কোনোভাবেই পুনরায় ভর্তি ফি নেওয়া যাবে না।

জানা যায়, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তিতে নেওয়া হচ্ছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। আর স্কুল শাখার (বাংলা ভার্সন) মাসিক বেতন সাড়ে ৬০০ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে এক হাজার টাকা। ইংরেজি ভার্সনের জন্য এক হাজার ৩০০ টাকার বেতন বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই হাজার ২০০ টাকা। নোটিশ না দিয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফি ও বেতন বাড়ায়। এ কারণে শিক্ষার্থীদের নতুন শ্রেণিতে ভর্তি করতে এসেই অভিভাবকরা এই নৈরাজ্যের খবর জানতে পারেন।

শামসুল আলম নামের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের এক অভিভাবক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই স্কুলের চার ভাগের এক ভাগ অভিভাবকও সরকারি চাকরি করেন না। অথচ নতুন বেতন স্কেলের দোহাই দিয়ে বেতন দ্বিগুণ করা হলো। আমি নিজেও একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। আমাদের এ বছর এখনো বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়নি। বাড়লেও এক-দুই হাজার টাকা বাড়বে। অথচ বাড়িভাড়া বেড়ে গেছে। আর স্কুলের বেতনও দ্বিগুণ হয়ে গেল। এখন বাচ্চাকে নিয়ে কী করব সে চিন্তায় আছি।'

বেতন বাড়ানোর বিষয়টি স্বীকার করে আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ এস এম মাসুদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেতন না বাড়িয়ে তো উপায় নেই। আমাদের মাত্র ৩৪ জন শিক্ষক এমপিওভুক্ত। বাকি ৩৯৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন দিতে হয় স্কুল ফান্ড থেকে। সরকার নতুন পে স্কেল ঘোষণা করায় ওই ৩৪ জনের মতোই অন্যদের বেতন-ভাতা দিতে হবে। এ জন্যই শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন বাড়ানো হয়েছে।'

রাজধানীর উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক বেতন ছিল ৮০০ টাকা। এ বছর বাড়িয়ে করা হয়েছে এক হাজার ২০০ টাকা। আর কিন্ডারগার্টেন (কেজি) শ্রেণির বেতন এক হাজার ৫০০ থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), পরীক্ষাগার (ল্যাব), গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য খাতের ফিও বাড়ানো হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মাকসুদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেতন বাড়ানোর পর আমরা অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে। তাই শিক্ষার্থীদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। ১০ শতাংশ বাড়ালেও তা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু যে পরিমাণ বেতন বাড়ানো হয়েছে, এত টাকা অনেক অভিভাবকের পক্ষেই দেওয়াটা কষ্টকর।'

এ ছাড়া রাজধানীর ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রতিটি শ্রেণিতে মাসিক বেতন ১০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিলের শিক্ষার্থীদের বেতনও বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শিগগিরই পরিচালনা কমিটি সভা করে নতুন বেতন নির্ধারণ করবে বলে জানা গেছে। জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে মাসিক বেতন ৫০০ টাকা, খিলগাঁও ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলে ২০০ টাকা বেতন বাড়ানো হয়েছে। এভাবে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি স্কুলেই বেড়েছে ভর্তি ফি ও বেতন।

গত মঙ্গলবার মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হয়, ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ফি আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা অনভিপ্রেত। এ অবস্থায় সব বেসরকারি বিদ্যালয়কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করা হলো। ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানপ্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারের নীতিমালার ফাঁকফোকরেই স্কুলগুলো ইচ্ছামতো বেতন বাড়াচ্ছে। সেশন চার্জ সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু বেতন কী পরিমাণ বাড়াতে পারবে বা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বাড়াবে সে ব্যাপারে কোনো নীতিমালা নেই। ফলে সেই সুযোগটাই স্কুলগুলো নিচ্ছে।'